প্রশ্নঃ ৫৮৮. জামাতে নামাজ পড়ার সময় যদি দেখতে পাই ইমাম সাহেব রুকুতে আছেন আর আমি তখন মাত্র নিয়ত করে হাত বাঁধলাম কিন্তু রুকুতে যাওয়ার আগেই ইমাম সাহেব সামিয়াল্লাহু বলা শুরু করল এখন আমি কী করব— ১. হাত ছেড়ে দিয়ে উনার বলা শেষ করা পর্যন্ত ওয়েট করব তারপর হামিদাহ বলা শেষ হইলে উনার ,আমি রাব্বানা লাকাল হামদ বলব? ২. হাত বাঁধা অবস্থায় রাখব আর যখন ইমাম এর ফুল হামিদাহ পর্যন্ত বলা শেষ হবে তখন হাত ছেড়ে রাব্বানা লাকাল হামদ বলব? ৩. উনি যেহেতু মাত্র সামিয়াল্লাহু বলেছেন তাড়াতাড়ি করে রুকুতে চলে যাব আর দোয়া পড়ে দ্রুত দাঁড়াই রাব্বানা লাকাল হামদ বলব?

আপনি যখন আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিয়ে নামায শুরু করবেন তখন ইমাম রুকু থেকে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে গেলে আপনি রুকু করবেন আপনি রাকাত পেয়েছেন বলে ধরা হবে। আর তাকবীর দেয়ার পর ইমাম কে দাঁড়ানো অবস্থায় পেলে হাত ছাড়া অবস্থায় রব্বানা লাকালহামদ বলে বাকি নামাযে শরীক হবেন।

মূল কথা- ইমাম সাহেব রুকু থেকে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত মাঝখানে যে কোন জায়গায় ইমাম কে পেলে রুকু পেয়েছে বলে ধরা হবে। ক্রসিং এ পাওয়া গেলেও রুকু পাওয়া গেছে বলে ধরা হবে। সুতরাং রুকুতে তিন তসবিহ পড়তে পারা শর্ত নয়। এক তাসবিহ দুই তাসবিহ পেলেও চলবে এমনকি যদি তাসবিহ না পায় তাও চলবে। তবে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে যে কোন অংশে শরিক থাকতে হবে।

الفتاوى الهندية (زكريا) ١ / ١٢٠ : ذكر الجلابي في صلاته أدرك الإمام في الركوع فكبر قائما ثم شرع في الانحطاط وشرع الإمام في الرفع الأصح أن يعتد بها إذا وجدت المشاركة قبل أن يستقيم قائما وإن قل، هكذا في معراج الدراية.

জাযাকাল্লাহ খায়ের।

অনলাইনে দেখার জন্য স্ক্যান করুন: